মূর্ছনা
==========
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==========
suman_ahm@yahoo.com

শক্ত সংঘ আর নির্ভয় সমিতি -- দুটো ক্লাবের মধ্যে খুব রেষারেষি। এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায় দেখ। এরা এ বছর মুড়ির তৈরি লক্ষ্মী ঠাকুর করে তো ওরা পরের বছর নিয়ে আসে খইয়ের সরস্বতী। এদের ক্লাবে যদি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয় তো ওরা করবে চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির। এরা যে বছর লাইব্রেরি উদ্বোধন করল, ওরা ঠিক তার পরের বছরই বানাল জিমনেশিয়াম। কেউ কাউকে ছাড়বে না।

শক্ত সংঘের ছেলেরা বেশ শক্ত-সমর্থ গাট্টাগোট্টা টাইপের। আবার ওদিকে নির্ভয় সমিতির ছেলেদের মনে ভয়ের লেশমাত্র নেই। শুধু একটা জায়গায় নির্ভয় সমিতির ছেলেরা কিছুতেই শক্ত সংঘের সঙ্গে পেরে ওঠে না। এবং সেই নিয়ে ওদের মনে অশান্তির শেষ নেই। গোবর্ধন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রতি বছরই ওই দুই ক্লাব যোগ দেয়। নিজের স্মৃতিরক্ষার্থে গোবর্ধনবাবু নিজেই অবশ্য এই টুর্নামেন্টে শুরু করেছিলেন -- যাতে তাকে কেউ ভুলে না যায়। প্রত্যেক বছর এই টুর্নামেন্টে শক্ত সংঘ চ্যাম্পিয়ন হয় আর নির্ভয় সমিতি হয় রানার্স আপ। এর যেন আর কোনও নড়চড় নেই। নির্ভয় সমিতির ছেলেরা অবশ্য বলে বেড়ায় যে ফাইনাল ম্যাচের রেফারি ভূতোদার সাইকেলটা নাকি শক্ত সংঘের ক্লাবের টাকায় কেনা। যাকগে, দুষ্টু লোকের মন্দ কথায় কান দিতে নেই।

এবার নির্ভয় সমিতির কোচ ভন্টুদার ওপর ভার দেওয়া হয়েছে যে করেই হোক গোবর্ধন স্মৃতি শিল্ড নিয়ে আসতেই হবে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ ভন্টুদাকে কালার টিভি দেবে বলে কথা দিয়েছে। এভাবে ক্লাবের সম্মান প্রত্যেক বছর ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়ার কোনও মানে হয় না।

ভন্ডুদা বুঝতে পারল এভাবে কাজ হবে না। অন্য কোনও উপায় দেখতে হবে। অনেক ভেবে সে গিয়ে ধরল নিরাপদকে। নিরাপদর চোরাই ভূতের কারবার। সারা দুপুর আঁদারে-বাঁদারে ঘুরে ভূত চুরি করে বোতলে ভরে নিরাপদ। আসলে ভূতেরা দিনের বেলায় ঘুমোয় আর রাত্রে জাগে বলে, নিরাপদ দুপুরবেলাটা বেছে নিয়েছে ভূত ধরার জন্য। বনে-জঙ্গলে যত বেলগাছ, নিমগাছ, শ্যাওড়া গাছ আছে অর্থাৎ যেখানে ভূতেরা থাকতে ভালবাসে, সেখানেই নিরাপদ শ্যেন দৃষ্টিতে দেখে নেয় কোনও নিরীহ গোছের দুর্বল ভূত ঘুমিয়ে আছে কিনা। সেরকম কোনও ভূতের সন্ধান পেলেই সবার অলক্ষ্যে জাপটে ধরে বোতলের মধ্যে পোরে সে। তারপর সেগুলোকে পোষ মানিয়ে নানারকম কাজে লাগায়। কারও হয়তো ভয় দেখিয়ে ভাড়াটে তাড়াতে হবে -- চল নিরাপদের কাছে। কেউ হয়তো বছরের পর বছর পাশ করতে পাচ্ছে না -- নিরাপদই ভরসা। সে তখন হয়তো কোনও ভাল পড়াশোনা জানা ভূতকে (অর্থাৎ যে কিনা তার জীবদ্দশায় ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিল) পরীক্ষার্থী সাজিয়ে পরীক্ষার হলে পাঠিয়ে দেয়। ব্যস -- তখন তার পাশ করা আর ঠেকায় কে ? চাই কি হয়তো দু-চারটে লেটারও জুটে যেতে পারে।

আবার বাড়িতে কাজের লোকের অভাব হলে নিরাপদ কাজের লোক সাজিয়ে ভূত সাপ্লাই দেয়। এ ছাড়া মামলায় সাক্ষী দেওয়া, বিয়ে বাড়িতে পরিবেশন করা, মায় পাড়ার ফাংশনে চিফ গেস্ট জোগাড় না হলে সে কাজেও ভূতেদের ব্যবহার করে নিরাপদ।

অর্থাৎ নিরাপদ হল সবার মুস্কিল আসান। সুতরাং এ হেন নিরাপদের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে ভন্টুদা যে ভুল করেনি তা বলাই বাহুল্য।

-- 'ও ভাই নিরাপদ, আর তো সহ্য হয় না, আমার মান-সম্মান সব তোমার হাতে' -- ভন্টুদার কাতরোক্তি শোনা যায়।

নিরাপদ কান চুলকোতে চুলকোতে আয়েশে চোখ বুজে জিজ্ঞেস করে, --'কেন কী হল আবার ?'

-- 'আর কী হল, প্রত্যেক বছর শক্ত সংঘ যে আমাদের হারিয়ে দিচ্ছে -- তার একটা বিহিত কর।' ভন্টুদা বলে।

-- 'অ, আপনাদের সেই ফুটবল খেলা ? বুয়েচি' -- বলল নিরাপদ।

-- 'তা বাপু বুঝেছ যখন তখন একটা কিছু উপায় কর।'

-- 'একটা ফার্স্ট ডিভিশন প্লেয়ার ভূত আছে। মানুষ অবস্থায় ইয়ংবেঙ্গল সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলত। চলবে ?'

-- 'চলবে মানে ! নিশ্চয়ই চলবে। একশোবার চলবে। হাজারবার চলবে।'

-- 'ঠিক আছে, ওকে ওই আপনাদের শুঁটকো মতো একটা প্লেয়ার আছে না ? কেলো না কী যেন নাম ?'

-- 'হ্যাঁ হ্যাঁ কেলো কেলো' ভন্টুদা বলে।

-- 'ওই ওর বদলেই কেলো সাজিয়ে নামিয়ে দেব। দেখবেন কী খেলাটাই না খেলে।'

ভন্টুদার চোখ দুটো চক্ চক্ করে ওঠে। নিরাপদের হাত দুটো ধরে গদগদ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ বাপু এবার জিততে পারব তো ?'

নিরাপদ বলে, 'আলবৎ জিতবেন। হ্যাঁ, তবে খরচাপাতি একটু বেশি পড়বে।'

ভন্টুদার মুখ ছোট হয়ে আসে। সে জিজ্ঞেস করে, 'কত দিতে হবে ভাই ?'

'অন্তত হাজার টাকা তো লাগবেই' নিরাপদ আকাশের দিকে তাকিয়ে হাই তোলে।

-- 'হা-জা-র টাকা !' আর্তনাদ করে ওঠে ভন্টুদা, 'একটু কমসম কর বাপু। অত দিতে পারব না।'

-- 'তাইলে যান এবারও হারুন গিয়ে' নিরাপদ রেগে যায়।

ভন্টুদা পাকা খেলোয়াড় নিরাপদকে চটানো চলবে না। মুখ কাঁচুমাচু করে সে বলে -- 'আহা চটছ কেন -- বোঝই তো ছেলেছোকরাদের ক্লাব -- তারা অত টাকা পাবে কোথায় ?'

নিরাপদ হাতে তুড়ি দেয় -- গা চুলকোয় -- পায়ে চাপড় দিয়ে ফলস্ মশা মারে, যেন শুনতেই পায়নি ভন্টুদার কথা, এমন একটা ভাব।

-- 'কী হল -- একটা কিছু বল' ভন্টুদা অধৈর্য।

-- 'কী আর বলব -- ওই শ-খানেক টাকা কম দেবেন না হয়।'

-- 'আরেকটু নামো বাপু -- বলছি তো -- এদের এত রেস্ত নেই।'

-- 'যাই কতগুলো নতুন ভূত এসেছে -- তাদের আবার খেতে দিতে হবে,' বলে হাঁটা লাগায় নিরাপদ।

-- 'আরে আরে যাচ্ছ কোথায় ?' ভন্টুদা ছুটে গিয়ে নিরাপদকে ধরে। তারপর অনেক বাকবিতন্ডা, অনেক কথার মারপ্যাঁচ, অনেক অনুনয় বিনয়, অনেক টানাপোড়েনের পর অবশেষে পাঁচশ টাকায় রফা হয় ব্যাপারটা।

খেলার দিন মাঠে লোকে লোকারণ্য। কেলোকে ভন্টুদা পাচার করে দিয়েছে লিলুয়ার তার মামাবাড়িতে। পাছে দুজন কেলোকে দেখে আসল ব্যাপারটা ধরে ফেলে সবাই। কেলো সেজে সেন্টার ফরোয়ার্ডে নেমেছে নিরাপদর ভূত। শক্ত সংঘের ছেলেরা বলে বেড়াচ্ছে -- গতবারে তারা দশ গোলে জিতেছিল, এবার নাকি তাদের টার্গেট এক ডজন।

খেলা শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকবারেই শক্ত সংঘের দাপট বেশি থাকে। এবার সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নির্ভয় সমিতি প্রথম থেকেই চেপে ধরল শক্ত সংঘকে। বিশেষ করে সেন্টার ফরোয়ার্ড কেলো যেন আজ একেবারে অপ্রতিরোধ্য। চরকির মতো বল নিয়ে সারা মাঠ দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। মনে হল যেন -- সে বল নিয়ে দৌড়চ্ছে না, বলই তার পায়ের টানে চুম্বকের মতো লেগে আছে। শক্ত সংঘের ছেলেরা বল ছুঁতেই পারছে না প্রায়। দর্শকেরা কেলোর খেলা দেখে হাততালি দিয়ে উঠল। হাফ টাইমের আগেই দু-গোল খেয়ে গেল শক্ত সংঘ। নির্ভয় সমিতির ছেলেরা চিৎকারে সারা মাঠ তোলপাড় করে কেলোকে কাঁধে তুলে নাচতে লাগল। (তারা কি আর জানে -- কাকে তারা কাঁধে তুলেছে ?)

হাফটাইমের পরে আবার খেলা শুরু হল। এবার শক্ত সংঘের ছেলেদের দেখে মনে হল তারা যেন মরণপণ করে নেমেছে। জিততে তাদের হবেই। যদিও এবারও যথেষ্ট ভাল খেলছিল কেলো, তবু যেন আগের সেই খেলা সে খেলতে পারছিল না। বিশেষ করে শক্ত সংঘের সেন্টার ফরোয়ার্ড মন্টু দুর্বার গতিতে উঠে এল। কেলোকে কাটিয়ে বল নিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটল সে। দশ মিনিট যেতে না যেতেই দুটো গোল শোধ করে দিল শক্ত সংঘের ছেলেরা। ভন্টুদা মাঠের ধারে বসে উত্তেজনার বশে একমুঠো ঘাসই গিলে ফেলল। এ কী হল ! নিরাপদর কথা তো মিলল না ? খেলার সময় যত শেষের দিকে এগিয়ে এল ততই সাংঘাতিক হয়ে উঠল শক্ত সংঘ। অবশেষে তিন-দুই গোলে জিতল তারা। তিন তিনটে গোল দিয়ে মন্টু হ্যাট্রিক করেছে।

ভন্টুদার কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। মাথা ঘুরতে লাগল তার। রাগে তার সারা শরীর জ্বলে উঠল। কড়কড়ে পাঁচশ টাকা হতচ্ছাড়া নিরাপদকে গুনে দিতে হয়েছে। কোনও কথা তার কানে ঢুকল না। হনহন করে এগিয়ে চলল সে নিরাপদর বাড়ির দিকে। দক্ষিণপাড়ার শেষ প্রান্তে ঝোপঝাড় পেরিয়ে একটু জঙ্গল জঙ্গল মতো চারিদিক। তারই মাঝখানে নিরাপদর বাড়ি। বাড়ির নাম 'ভূতালয়'। বাড়ির সামনে সাইন বোর্ড টাঙানো -- 'এখানে

ন্যায্য মূল্যে ভূত ভাড়া পাওয়া যায়।' ভন্টুদা গিয়ে দুমদুম করে নিরাপদর দরজায় ধাক্কা মারতেই, নিরাপদর মেয়ে এসে দরজা খুলল।

-- 'বাবা কোথায় ?' রাগ চেপে জিজ্ঞেস করল ভন্টুদা।

-- 'বাবা তো বাড়ি নেই', বলল নিরাপদর মেয়ে।

-- 'বাড়ি নেই তো জানি, কিন্তু গেছে কোন চুলোয় ?'

-- 'ভূত ধরতে গেছে বাবা', আবার বলল মেয়েটা।

-- 'আর ভূত ধরতে হবে না, আমিই ওকে ভূত বানিয়ে ছাড়ব', চেঁচিয়ে উঠল ভন্টুদা।

এমন সময় দেখা গেল নিরাপদ হাসি হাসি মুখ করে হেলেদুলে আসছে।

-- 'এই যে নবাবপুত্তুর কোথা থেকে আসা হচ্ছে শুনি ?' ভন্টুদা জিজ্ঞেস করল।

-- 'আজ্ঞে বিশ্বেসদের কলাবাগানে একটা নরমমতো ভূত বাসা বেঁধেছে। সে আগে নাকি, কালোয়াত গাইত। বিষ্টুখুড়ো দক্ষিণপাড়া সঙ্গীত সম্মেলনে, অনেক ধরে করে গাইবার চান্স পেয়েছে কিনা, আমাকে অনেকদিন থেকেই বলছে একটা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য। তাই ভাবলাম যাই ধরে আনি -- যদি বিষ্টু খুড়োর বদলে মঞ্চে গাইয়ে দিতে পারি তবে খুড়োর নামটা হয় আর কি।'

নিরাপদর কথা শুনে ভন্টুদার পিত্তি জ্বলে গেল। সে বলল, 'সবই তো বুঝলুম কিন্তু আমার কাজটা হল না কেন শুনি ?'

-- 'আজ্ঞে কী বলব ভন্টুদা', -- আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বলল নিরাপদ -- 'পাঁচশ টাকার ভূত নিয়ে কি আর টুর্নামেন্ট জেতা যায় ? তখনই যদি হাজার টাকা দিয়ে দিতেন তাহলে আর এই দুর্ভোগ পোয়াতে হত না।'

চক্ষু কপালে উঠল ভন্টুদার। সে বলল, 'পাঁচশ টাকাই দিই আর যাই দিই, ওরা হাফ টাইমের পর অত ভাল খেলল কী করে বাপু ? একটু বুঝিয়ে বল দেখি।'

-- 'কী করব ? ওরা হাফ টাইমে এসে ধরল যে। কড়কড়ে হাজারটি টাকা পায়ের কাছে রেখে কেঁদে পড়ল যে ওরা। আমি আবার লোকের কান্না সইতে পারি না কিনা। অগত্যা কী করব, খেলিয়ে দিলুম ফার্স্ট ডিভিশন প্লেয়ার ভূতটাকে মন্টু সাজিয়ে।

-- 'কী সাংঘাতিক !' ভন্টুদা বলে ওঠে, 'আমাদের হয়ে যে খেলল সে তাহলে কে ?'

-- 'ওই তো আপনাদের দোষ। আপনারা মুড়ি-মিছরি একদর করেন। পাঁচশ টাকায় কি ফার্স্ট ডিভিশন পাবেন ? আপনাদের টিমে যে খেলেছে সে তো ছিল ইস্কুল টিমের ক্যাপ্টেন। তা সে ফার্স্ট ডিভিশন প্লেয়ারের সঙ্গে পারবে কেন ? কেমন একটা কথা বলেন না -- শুনলে হাসি পেয়ে যায়।'

চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল ভন্টুদা। বুঝল নিরাপদর সঙ্গে তর্ক করে আর লাভ নেই। আসছে বছর আর কোনও চান্স নেওয়া নেই, একেবারে এগারোটা ভূতকেই নামিয়ে দিতে হবে মাঠে -- ভাবল ভন্টুদা -- তারপর দেখা যাবে কী করে জেতে শক্ত সংঘ।

সমাপ্ত

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com